গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web: www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-৬০৯

তারিখঃ ১৬/০৬/২০১৮খ্রিঃ
সময়ঃ বিকাল ৪.০০ ঘটিকা।

বিষয়ঃ <u>দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।</u>

<u>পাহাড়িঢলে বাঁধ ভাংগন:</u>

মৌলভীবাজার :

জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার জানান যে, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে জেলার সকল নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ২৪টি স্থানে বাঁধ ভেংগে ৫ টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। আজ প্রায় সারাদিন বৃষ্টিপাত হয়েছে। জেলার শ্রীমংগল উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ২,০৯০ টি পরিবারের ৯,৪৩৮ জন লোক, কুলাউড়া উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ২,৯৭৮ টি পরিবারের ১৪,৬০০ জন, কমলগঞ্জ উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ১৯,২৮০টি পরিবারের ১,১৫,৬৮০ জন, রাজনগর উপজেলার ৩টি ইউনিয়নের ৬,০০০ পরিবারের ২৪,০০০ জন এবং সদর উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভার ২৭৬৯টি পরিবারের ১৩৫২২ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। <u>জেলায় মোট ৩৩,১১৭ টি পরিবারের ১,৬৭,২৪০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।</u> ক্ষতিগ্রস্ত ৫ টি উপজেলায় সর্বমোট ৪১ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রে ৫৩৯০ জন লোক অবস্থান করছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিদর্শন করা হযেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ১৪৩ মেঃটন জিআর চাল ও ১,৮০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে জেলায় জিআর ৭,৯৭,০০০/- টাকাএবং জিআর চাল ২৬৮ মে.টন মজুদ আছে। পাহাড়ী ঢলে ২ জন ব্যক্তি মারা গেছে।১)। মৃত ব্যক্তির নাম ইমন মিয়া ,পিতা আব্দুল কাদির মিজবাহ, গ্রাম হাটিকরাইয়া,উপজেলা রাজনগর,মৌলভীবাজার।২)প্রদীপমালহা,লংলা চাবাগান,চা বাগান শ্রমিক,টিলাগাঁও,রাজনগর,মৌলভীবাজার।

সিলেটঃ জেলা প্রশাসক, সিলেট জানান যে,সাম্প্রতিক পাহাড়ী ঢলে ৫টি উপজেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৩ টি উপজেলা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা সমূহের মধ্যে কানাইঘাট,গোয়াইঘাট ও জৈন্তা উপজেলার অবস্থার উন্নতি হয়েছে। গোয়াইন ঘাট উপজেলার নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জকিগঞ্জ উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ ভেংগে যাওয়ায় জকিগঞ্জ পৌরসভার ৩টি ওয়ার্ডে পানি ডুকে পড়েছে এবং উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়ন পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বিয়ানিবাজার উপজেলায় পৌরসভার ২টি ওয়ার্ডে পানি প্রবেশ করেছে। উপজেলার কিছু কিছু ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত আছে। তবে এখনও ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি। ত্রাণ সামগ্রী মজুদ আছে। প্রয়োজনে বিতরণ করা হবে। সুরমা ও কুশিয়ার নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে এবং ডাউকি নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আজ সারাদিন কোন বৃষ্টিপাত হয়নি।

ফেনী:

জেলা প্রশাসক, ফেনী তাঁর পত্রের মাধ্যমে জানান যে, বিগত ১০ জুন ২০১৮ হতে ১২ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলের প্রভাবে ফেনী জেলার মুহুরী ও সিলোনিয়া নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমা অতিক্রম করায় মহুরী নদীর ফুলগাজী উপজেলার অংশে ৮টি স্থানে ভাংগনের ফলে ফুলগাজী উপজলোর ৫টি ইউনিয়নের ২০টি গ্রামের ৩৫০০ পরিবারের ৬৯৬টি ঘরবাড়ী আংশিক ও ৪টি ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় এবং পরশুরাম উপজেলার অংশে মহুরী নদীর বাঁধের ৪টি স্থানে ও সিলোনিয়া নদীর ২টি স্থানে ভাংগনের ফলে চিথলিয়া ও মির্জানগর ইউনিয়নের ১৯টি গ্রামের ২২৫০টি পরিবারের ৭০০ ঘরবাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছাগলনাইয়া উপজেলার ১০গ্রামের ৫৯৮পরিবারের ১৯৩টি ঘরবাড়ীআংশিক ও ৭ টিঘরবাড়ী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরশুরাম উপজেলার ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষনিকভাবে ১,৫০,০০০/- টাকার শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে এবং ফুলগাজী উপজেলার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ৪টি পরিবারের ঘরবাড়ী পুনঃনির্মাণের জন্য ৮ বান্ডিল ঢেউটিন ও ২৪,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছেএবং ২ মে:টন জিআর চাউল প্রদান করাহয়। ছাগলনাইয়া উপজেলার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী পুনঃনির্মাণের জন্য ১৪ বান্ডিল ঢেউটিন ও ৪২,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

পাহাড় ধসঃ

খাগড়াছড়িঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জানান যে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণের ফলে পাহাড়ী ঢলে চেঙ্গী নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় পৌরসভাসহ অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। বর্তমানে নদীর পানি কমে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্লাবিত এলাকার পানি সরে যাচ্ছে। খাগড়াছড়ি পৌরসভা ও ৫ টি উপজেলায় বেশ কয়েকটি আশ্রয়কেন্দ্রে কিছু পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। প্লাবিত এলাকার পানি কমে যাওয়ায় আশ্রয়কেন্দ্রের লোকজন নিজ নিজ বাড়ীঘরে ফিরে যাচ্ছে। বাকী উপজেলা হতে কোন ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

চট্টগ্রামঃ জেলা প্রশাসক জানান যে, গত ০৯ জুন ২০১৮ খ্রি: হতে অবিরাম / ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট প্লাবনে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান, রাংগুনিয়া, হাটহাজারী, সীতাকুন্ড, ফটিকছড়ি, সাতকানিয়া এবং বাঁশখালী উপজেলায় বিপুল সংখ্যক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলাধীন অন্যান্য উপজেলার নিম্নাঞ্চলসমূহে প্লাবিত হয়ে বহু পরিবার এবং রাস্তাঘাট ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মহানগর ও উপজেলার ঝুঁকির্পূণ পাহাড় এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার ব্যস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দেয়া বরাদ্দ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক জেলার সবগুলো উপজেলায় মোট ৯৯ মেট্রিকটন জিআর চাল এবং জিআর ক্যাশ ৫,৪০,০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

- **রাংগামাটি এবং কক্সবাজার জেলা থেকে পাহাড় ধসে প্রাণহানির নতুন কোন খবর পাওয়া যায় নাই।**
  **** পাহাড় ধস/পাহাড়ী ঢলের কারণে এ পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা ১৯ জন।**

সর্বশেষ আবহাওয়া পরিস্থিতি

উত্তর বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।
চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে সতর্ক সংকেত নামিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে আগামীকাল (১৭ জুন ২০১৮) সকাল পর্যন্ত সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।
১৬ জুন ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ সন্ধ্যা ০৬টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরসমূহের জন্য আবহাওয়ার পুর্বাভাসঃ রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পুর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কি:মি বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সেই সাথে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সন্ধ্যা 0৬ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পুর্বাভাসঃ

রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায়, রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়া ও বিজলী চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।
তাপ প্রবাহঃ ফরিদপুর, রাজশাহী এবং পাবনা অঞ্চলসহ খুলনা বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারী ধরনের তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা মৃদু তাপপ্রবাহ হিসাবে অব্যাহত থাকতে পারে।
তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে।
পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন) ঃ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই|।

গত ২৪ ঘন্টার উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গতকাল সকাল ৯.০০টা থেকে আজ সকাল ৯.০০টা পর্যন্ত**) :**

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
কানাইঘাট	১০৯.০	সুনামগঞ্জ	৬০.০
ডালিয়া	৬১.০	লরেরগড়	৬৮.৫

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৬.৪	৩০.০	৩৫.২	৩০.৩	৪০.০	৩৫.৬	৩৯.০	৩৫.৮

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২২.৪	২৩.৫	২১.১	২২.৯	২৫.৭	২২.৫	২২.০	২৬.২

দেশের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা: সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রাজশাহী ৪০.০° এবং সর্বনিম্ন সন্দ্বীপ ২১.১° সেঃ।

নদ-নদীর সর্বশেষ অবস্থা:

পর্ববেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	**৯৪**	অপরিবর্তিত	০২
বৃদ্ধি	৪৭	তথ্য পাওয়া যায় নাই	১৭
হ্রাস	২৮	বিপদসীমার উপরে	১১

নদ-নদীর সর্বশেষ অবস্থা:

অদ্য নিম্নবর্ণিত ১১ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-)(সে.মি.)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
কানাইঘাট	সুরমা	১৩.৬৪	-২৬	+১৩৯
সিলেট	সুরমা	১০.৩৬	-৯	+২১
অমলশীদ	কুশিয়ারা	১৬.৯২	+১৪	+১৯৭
শেওলা	কুশিয়ারা	১৩.৬২	+২	+১১২
শেরপুর-সিলেট	কুশিয়ারা	৮.৪৪	+৭	+৩৯
মনু রেলওয়ে ব্রীজ	মনু	১৮.৪৩	+৩৩	+১২৮
মৌলভীবাজার	মনু	১২.৩০	+২৪	+১৬০
বাল্লা	খোয়াই	২২.৩২	-৪৮	+৯২
হবিগঞ্জ	খোয়াই	১০.৫০	+২০৫	+২৩৫
কমলগঞ্জ	ধলাই	১৯..৪৬	+৭	+৬১
পুরাতন সরমা	দিরাই	৫.৮৯	+২২	+৯

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- ব্রহ্মপুত্র -যমুনা,গঙ্গা-পদ্মা এবং আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদ নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে,অপরদিকে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী অববাহিকার নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং গঙ্গা-পদ্মা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে।
- বাংলাদেশ ও ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন ভারতের প্রদেশসমুহে মাঝারী থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
- সুরমা ও কুশিয়ারা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি আগামী ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে,ফলে সিলেট জেলায় বিদ্যমান বন্যা পরিস্থিতির আগামী ২৪ ঘন্টায় অবনতি ঘটতে পারে।
- মনু ওখোয়াই নদীসমূহের পানি সমতল আগামী ২৪ ঘন্টায় হ্রাস পেতে পারে,ফলে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা সমূহে বিদ্যমান বন্যা পরিস্থিতির আগামী ২৪ ঘন্টায় উন্নতি ঘটতে পারে।

বজ্রপাতে মৃত্যুর তথ্যাদিঃ জানুয়ারী/১৮ হতে এ পর্যন্ত সারাদেশে বজ্রপাতে সর্বমোট মৃতের সংখ্যা= ২২৯ জন।

অগ্নিকান্ড: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কন্ট্রোল রুমে কর্মরত কর্মকর্তা জানান যে, আজ উল্লেখযোগ্য কোন অগ্নিকান্ডের খবর পাওয়া যায় নাই।

স্বাক্ষরিত/১৬.০৬.১৮
(জি,এম,আব্দুলকাদের)

যুগ্মসচিব(এনডিআরসিসি)
ফোন:৯৫৪৫১১৫

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৪। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। মহা-পরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৭। মহা-পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৮। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশাসন/দুব্যঃ/ত্রাণ/ত্রাণ প্রশাসন/ দুব্যক-২/ সমন্বয় ও সংসদ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
০৯। মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, বা/এ,মহাখালী, ঢাকা।
১০। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১। প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। যুগ্ম সচিব (শরনার্থী সেল প্রধান /প্রশাঃ/ সেবা/দুব্যক-১/প্রশিক্ষণ/ আইন সেল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৩। পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। পরিচালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।fax-9145038
১৫। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৬। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
১৭। উপসচিব (দুব্যক-১)/দুব্যক-২/প্রশাঃ-১/বাজেট/অডিট/ত্রাণ প্রশাঃ/ত্রাণ-১/ত্রাণ-২)/উপ-প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৮। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
১৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার----------(সকল)
২০। প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,তেজগাঁও,ঢাকা।
২১। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
২৩। মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ওত্রান মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (৭X২৪) খোলা আছে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্নবর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ email নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ NDRCC'র টেলিফোন নম্বরঃ, **যুগ্ম-সচিব(এনডিআরসিসি), ০১৫৩৬-২৩৯২৬০,** ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; **ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০।** EMAIL: **ndrcc@modmr.gov.bd/ ndrcc.dmrd@gmail.com**